গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-২ অধিশাখা

সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং- ৩, কক্ষ নং- ৩৩২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	০৮-০৩-২০১৭ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বেলা-২.০০ ঘটিকা

সভার উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট-ক

১.০. আলোচনাঃ

১.১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, হাসপাতাল সেবা ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বাস্থ্যসেবা মানবসেবার অন্যতম অনুসঙ্গ। মানবসেবায় আন্তরিকতা অপরিহার্য। আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন করা যেতে পারে।

১.২. এ পর্যায়ে প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সম্প্রতি ৯৫৯৮ জন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারি হাসপাতালসমূহে ৮০-৯০% নার্সের চাহিদা পূরণ হয়েছে। নবযোগদানকৃত নার্সদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বিশেষ করে রাজধানীর বাহিরে চিকিৎসকের স্বল্পতা রয়েছে। আলোচনায় তিনি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নী ডাক্তার এবং রোগীর এটেনডেন্ট এর মাঝে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যক্রম নেয়ার কথা উল্লেখ করেন।

১.৩. হাসপাতালের যন্ত্রপাতি মেরামতে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একটি পদ্ধতি introduce করার কথা বলেন। সকল ধরণের সমন্বয়হীনতা রোধকল্পে এবং জনবল, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনি একটি Coordination Cell গঠন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া, স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উদযাপনের বিষয়ে একটি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি এ সপ্তাহ সফলভাবে উদযাপন করার বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অত:পর সভাপতি পর্যায়ক্রমে সকলের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

১.৪. সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর বলেন, নবনিয়োগকৃত নার্সদের বিভিন্ন হাসপাতালে সৃজিত পদের বিপরীতে পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে নার্স সংকট রয়েছে। এ চাহিদা সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সদের বদলী আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আদেশ

বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তিনি বদলীর আদেশ প্রাপ্ত নার্সদের অবমুক্ত করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল পরিচালকগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

১.৫. পরিচালক, জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলেন, নব প্রতিষ্ঠিত এ হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় ৪০০/৫০০ রোগী আউটডোর সেবা গ্রহণ করে। এছাড়া ইনডোরে শতভাগ রোগী সেবা পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন গড়ে ১৪০ জন রোগী ভর্তির জন্য আসে। কিন্তু শয্যা শূণ্য না থাকায় এ সকল রোগী ভর্তি করা যাচ্ছে না। তিনি এ হাসপাতালে অতিরিক্ত ২০টি শয্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, ৩ বছর অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও এ হাসপাতালটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় জরুরি মেরামত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া আউটসোর্সিং জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১.৬. সহকারী পরিচালক, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল জানান, এ হাসপাতালে বেড অকুপেন্সি শতকরা ৬০ ভাগ। ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালে নার্স সংকট রয়েছে। অতি সম্প্রতি মন্ত্রী মহোদয় এ হাসপাতাল পরিদর্শনকালে ১০০ জন নার্স পদায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এ পর্যন্ত ৫০ জন নার্স যোগদান করেছে।

১.৭. পরিচালক, জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র জানান, এ হাসপাতালে ইনডোর সেবা না থাকায় পথ্যসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ৪৮৬৮ কোডের বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট রয়েছে। মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে নিমিউ এন্ড টিসি থেকে যথাসময়ে সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, এ হাসপাতালে বিদ্যমান ইকো-কার্ডিওগ্রাম মেশিনটি পুরাতন। জরুরিভিত্তিতে একটি ইকো-কার্ডিওগ্রাম মেশিন সরবরাহ করা প্রয়োজন।

১.৮. পরিচালক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ কমিটির সদস্যদের অনাগ্রহ ও অংশগ্রহণ না থাকায় ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথভাবে কাজ করছে না। তিনি এ কমিটি পূণর্গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, এ হাসপাতালে বেড অকুপেন্সী ১৩০% থেকে ১৪০%। রোগী চাহিদা বিবেচনায় জরুরিভিত্তিতে হাসপাতাল ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন প্রয়োজন। ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আইসিইউ এর এসি বর্তমানে কাজ করছে। আইসিইউ এর রোগীদের এ্যাটেনডেন্টদের জন্য অপেক্ষাগার পৃথকভাবে চিহ্নিত করে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোগীর চাহিদার বিবেচনায় বিদ্যমান ১০ বেডের আইসিইউ এর অতিরিক্ত ১০ বেড সম্প্রসারণ এবং এইচডিইউ ইউনিট স্থাপন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান আইসিইউ অক্সিজেন প্ল্যান্ট মাঝে মাঝেই নষ্ট হয়ে যায়। স্পেক্ট্রা কর্তৃক সরবরাহকৃত অক্সিজেনে স্যাচুরেশন সমস্যা আছে। তিনি আরও বলেন, পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী এ হাসপাতালের পরিচালকের দপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ী প্রয়োজন।

১.৯. অক্সিজেন প্রসঙ্গে পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল বলেন, স্পেক্ট্রা কর্তৃক সরবরাহকৃত অক্সিজেনে স্যাচুরেশন সমস্যা থাকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ গ্রহণকালে গ্যাস স্যাচুরেশন পরিমাপ করা হয়। প্রত্যেক পরিচালক এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

১.১০. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, পরিচালকের সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ী প্রয়োজন হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্গানোগ্রাম ও টিওএন্ডই-তে গাড়ী ক্রয়ের সুযোগ থাকলে তিনি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

১.১১. স্পেক্ট্রা কর্তৃক সরবরাহকৃত অক্সিজেন স্যাচুরেশন প্রসঙ্গে পরিচালক, সিএমএসডি জানান, এ বিষয়ে পরিচালকগণ বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে মামলা চলমান থাকায় কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না।

১.১২. পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল জানান, সভ্যতার বিকাশ হওয়ায় সকলের শারীরিক পরিশ্রম কমে গেছে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দিন দিন কিডনী রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিদ্যমান ১০০ শয্যার তুলনায় এ হাসপাতালে রোগীর চাপ বেশি অথচ রোগী ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় ৫০ শয্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ হাসপাতালের Vertical extension করা প্রয়োজন। বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ৭০০/৮০০ রোগী সেবা নিচ্ছে। কিডনী ডায়ালাইসিস সেবা PPP ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী সরকারের পক্ষে হাসপাতাল পরিচালকের মনিটরিং-এর ক্ষমতা নেই। মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তদন্তে তা স্পষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে চুক্তিটি Revisit করা প্রয়োজন।

১.১৩. যুগ্ম পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স জানান, বাংলাদেশী নাগরিকদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ এর অধিক হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হ'ল স্ট্রোক। ৩০০ বেডের এ হাসপাতালে আগত রোগীদের এক চতুর্থাংশ রোগীও ভর্তি করা যায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতায় হাসপাতাল সংলগ্ন জমি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে অবস্থান করে এ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

১.১৪. পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালে PPP ব্যবস্থাপনায় ডায়ালাইসিস সেবা চালু করা হয়েছে। "স্যান্ডর ডায়ালাইসিস সার্ভিসেস, বাংলাদেশ" এর সাথে চুক্তির শর্তানুসারে এ হাসপাতালে বিদ্যমান সরকারি ডায়ালাইসিস মেশিনগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে এ ইনস্টিটিউটে MD & Post Graduate level এ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে না। এতে করে ভবিষ্যতে দেশে কিডনী রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংকট দেখা দিবে। এছাড়া সারাদেশে কিডনী ডায়ালাইসিস সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নার্সদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্যান্ডর স্থাপিত মেশিন ব্যবহার করা যাচ্ছে না। চিকিৎসকগণকে MD & Post Graduate শিক্ষা প্রদান এবং নার্সদের প্রশিক্ষণ প্রদানের স্বার্থে স্যান্ডরের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি সংশোধনপূর্বক সরকারি ব্যবস্থাপনায় ডায়ালাইসিস সেবা চালু রাখা প্রয়োজন।

১.১৫. মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, সরকারি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেবা দরিদ্র রোগীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরীর জন্য এ সেবা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। PPP এর আওতায় প্রদত্ত ডায়ালাইসিস সেবার মান নিশ্চিতকরণে Independent প্রতিষ্ঠান Invesco Global এর মনিটরিং করার কথা, কিন্তু তারা তা ঠিকমতো করছে না। এ বিষয়ে সমন্বয়হীনতা ও সেবার মান সম্পর্কিত জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে স্যান্ডরের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

১.১৬. পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলেন, এ হাসপাতালে রোগী সেবা বৃদ্ধির জন্য জরুরি বিভাগ, লাইব্রেরী এবং মিডিয়া সেন্টার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ৪২০ শয্যা বিশিষ্ট এ হাসাপাতালে প্রতিদিন গড়ে ১০০০ রোগী ভর্তি থাকে। রোগীর চাহিদার সাথে সমন্বয় করার জন্য ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল ক্যাম্পাসে খালি জায়গায় নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করার জন্য ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১৭. পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল জানান, এ হাসপাতালের এমআরআই মেশিন মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। কিন্তু হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জংগী হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানী ইঞ্জিনিয়ার না আসায় যথাসময়ে মেরামত সম্পন্ন করা যায়নি।

১.১৮. প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে বেড অকুপেন্সী ৭২%। সরকারি বিধি অনুযায়ী এ হাসাপাতালে পেয়িং বেড ৬০% এবং নন পেয়িং বেড ৪০%। মানসিক রোগে আক্রান্ত অনেক রোগীর অভিভাবক বা আত্নীয় স্বজন না থাকায় তাদের নন পেয়িং বেডে ভর্তি করা হয়। ফলে দরিদ্র রোগীরা নন পেয়িং বেডের সুবিধা কম পায়। বাস্তবতার নিরিখে এ শয্যা বন্টনের নির্দেশনা পর্যালোচনা ও সংশোধন করা প্রয়োজন।

১.১৯. তত্ত্বাবধায়ক, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল জানান, মাননীয় মন্ত্রীর পরিদর্শন পরবর্তী নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন লিফট ও এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে। এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর মেল-ফিমেল ওয়ার্ড পৃথক করা হয়েছে। হাসপাতালে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাউন্ডারী ওয়াল এর অর্ধেক উঁচু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ওয়াল উঁচুকরণ কাজে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। হাসপাতাল ডরমিটরী মেরামত করা হয়েছে। এইচআইভি আক্রান্ত রোগী ভর্তির জন্য আরও জায়গা প্রয়োজন। র‍্যাবিস কন্ট্রোল কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পদ সৃজন করা প্রয়োজন। এছাড়া এ হাসপাতালে ভাইরোলজিষ্ট, মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) এবং তত্ত্বাবধায়ক পদায়ন করা প্রয়োজন। নার্সের ৬টি পদ শূণ্য রয়েছে। অফিস সহায়ক ৩২ টি পদের বিপরীতে মাত্র ৫ জন কর্মরত আছে। হাসাপাতালের নিরাপত্তার জন্য আনসার নিয়োগ করা দরকার।

১.২০. পরিচালক, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলেন, এ হাসপাতাল গণপূর্ত অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় ছোট-খাট মেরামত কার্য সম্পাদনে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক উপযোগী কক্ষ নির্মাণ না করায় সিএমএসডি কর্তৃক সংগৃহীত ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টটি স্থাপন করা যাচ্ছে না।

১.২১. পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন নার্স পদায়ন হওয়ায় সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য ১০৬ টি ওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট টিম কাজ করছে। এ হাসপাতাল আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রণীত টিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংকট রয়েছে। এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগপূর্বক বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগ চালুর লক্ষ্যে ভাস্কুলার সার্জারী বিশেষজ্ঞ পদায়ন করা প্রয়োজন।

১.২২. পরিচালক, সিএমএসডি বলেন, বর্তমানে রাজস্ব খাতের বরাদ্দ দ্বারা মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম সিএমএসডি'র মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সিএমএসডি'তে জনবল সংকট রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে জনবল পদায়ন করা প্রয়োজন।

১.২৩. পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল বলেন, এ হাসপাতালে জনবল সংকট প্রকট। ৯০০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালে ৬০০ শয্যার বিবেচনায় নবনিযুক্ত নার্স পদায়ন করা হয়েছে। ৯০০ শয্যার বিপরীতে রোগী সেবা প্রদানের জন্য জরুরি নার্স পদায়ন করা প্রয়োজন। এ হাসপাতালের একমাত্র সিটি স্ক্যান মেশিনটি অতি পুরাতন যা সম্প্রতি নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া অতি পুরাতন ০.৩ তেসলা এমআরআই মেশিন দ্বারা রোগী সেবা যথাযথভাবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ৬ বেডের এইচডিইউ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। পুরাতন ভবন কনডেম করার জন্য নবনির্মিত ভবনের ২টি ফ্লোর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করা প্রয়োজন। কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগ চালু করার লক্ষ্যে একজন সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিয়াক সার্জারী) সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়েছে এবং ৮ জন নার্সকে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে প্রেরণপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

১.২৪. পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, নির্মাণ সংক্রান্ত অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথ সমন্বয় না থাকায় অবকাঠামোর সাথে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি ও জনবলের পদ সৃজন করা হয়নি। ফলে অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও জনবল পদায়নে সমন্বয়হীনতা দেখা দিচ্ছে।

১.২৫. পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলেন, চীন সরকারের অনুদানে প্রাপ্ত এমআরআই মেশিনটি রুম রেনোভেশন না করায় ইনস্টল করা যাচ্ছে না। তিনি রুম রেনোভেশনের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করেন।

১.২৬. প্রতিমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালের নিরাপত্তা ও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণে সকল হাসপাতালে আর্মড আনসার নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে এমআরআই মেশিন স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। তিনি সকল পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন যে, প্রতিবছর নতুন এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের চাহিদা পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাতন এ্যাম্বুলেন্স কনডেম না করায় প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্বেও নতুন এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তিনি সকল পরিচালক-কে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক পুরাতন এ্যাম্বুলেন্স কনডেম ঘোষণার কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

১.২৭. পরিচালক, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলেন, বক্ষব্যাধির চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে এ হাসপাতালে একটি নতুন এমআরআই মেশিন বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন। এছাড়া নিরাপত্তা প্রহরী খাতেও বরাদ্দ প্রয়োজন।

১.২৮. উপ-পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান বলেন, এ হাসপাতালে চাহিদার তুলনায় নার্স সংকট রয়েছে। তিনি সংযুক্তিতে নার্স পদায়ন করার জন্য অনুরোধ জানান।

১.২৯. পরিচালক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল বলেন, ২০০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালে জরুরী বিভাগ খোলা হয়েছে। ৫ জন নার্স পদায়ন করা হয়েছে। আরও ১৫ জন নার্সের প্রয়োজন। এছাড়া এখানে টেকনোলজিষ্ট এর সংকট রয়েছে। তিনি টেকনোলজিষ্ট পদে কর্মচারি পদায়নের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৩০. প্রতিমন্ত্রী বলেন, হাসপাতাল পরিচালকগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে হাসপাতালের সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ সকল সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে সেবা অব্যাহত রাখতে হবে। সকলের আন্তরিকতায় টিমওয়ার্ক সফল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১.৩১. মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট জনগণ ভাল আচরণ আশা করে। হাসপাতালের চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকেও প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সারাদেশে সরকারি হাসপাতালে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা রোধকল্পে ডাক্তার/নার্স/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইডি কার্ড প্রকাশ্যে প্রদর্শন এবং নির্ধারিত রং এর পোষাক প্রদান ও পরিধানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন। শীঘ্রই পোষাকের রং নির্ধারণ ও তা পরিধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করা হবে।

২.০. বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

২.১. জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে একটি ইকো-কার্ডিওগ্রাম মেশিন সরবরাহ করার জন্য পরিচালক, সিএমএসডি'র অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

২.২. জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রোগীর চাহিদা বিবেচনায় অতিরিক্ত ২০ শয্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

২.৩. পরিচালক, সিএমএসডি এ্যাটর্নী জেনারেল মহোদয়ের সাথে সরাসরি আলোচনা করে হাসপাতালসমূহে অক্সিজেন সরবরাহের চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে অনিষ্পন্ন মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবেন।

২.৪ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেবা অব্যাহত রাখা এবং কেন্দ্রটি দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং কার্যকরীভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে "স্যান্ডর ডায়ালাইসিস সার্ভিসেস, বাংলাদেশ" এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.৫ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালে বিদ্যমান ১৪টি ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে ৫টি শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনায় স্থানান্তর করা হবে। অবশিষ্ট ৯টি মেশিন দ্বারা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেবা অব্যাহত রাখতে হবে।

২.৬ ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রাম অনুমোদন হওয়ার পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২.৭. জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসাপাতালের ক্যাম্পাসে বিদ্যমান খালি জায়গায় নতুন ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২.৮ বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের এমআরআই মেশিন মেরামতের লক্ষ্যে পরিচালক সিএমএসডি জরুরি ব্যবস্থা নিবেন।

২.৯ বাস্তবতার নিরিখে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পেয়িং ও নন পেয়িং বেড বরাদ্দের নির্দেশনা পর্যালোচনা ও সংশোধনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.১০.তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনাক্রমে যুগ্মসচিব (নির্মাণ) সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের প্রয়োজনীয় এক্সটেনশন এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের চাহিদা নিরূপণ করবেন।

২.১১. আর্মড আনসার নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বিদ্যমান থাকলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণ করবেন।

২.১২. সকল সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক/ নার্স/ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিচয়পত্র প্রকাশ্যে প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৩ সকল সরকারি হাসপাতালে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সকল চিকিৎসক/ নার্স/ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পোষাক নির্ধারণ ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ দাখিল করবেন।

২.১৪. জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল গণপূর্ত অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (নির্মাণ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.১৫. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন উপযোগী কক্ষ নির্মাণ করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুকূলে উপ সচিব (বাজেট) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

২.১৬. সরকারি ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সিএমএসডি'তে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.১৭. জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে বরাদ্দকৃত এমআরআই মেশিন স্থাপন উপযোগী কক্ষ নির্মাণ করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুকূলে উপ সচিব (বাজেট) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নিবেন।

৩.০. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৪/২০১৭ খ্রি:
(মোহাম্মদ নাসিম)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৬.২০১৫- ৯৯২

তারিখ: ০৩/০৪/২০১৭ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল-৪/মেরামত/নির্মাণ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। পরিচালক (প্রশাসন/হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসাপাতাল (সকল)----------।
৮। পরিচালক বিশেষায়িত হাসপাতাল (সকল)----------।
৯। উপসচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/জেলা/জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক এবং সকল সিভিল সার্জনগণকে ই-মেইল মারফত প্রেরণের অনুরোধসহ) ।

০৩/৪/২০১৭

(রেহানা ইয়াছমিন)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৫৬৯৮৯
sashosp2@mohfw.gov.bd

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।